স্বরবিতান-সূচীপত্র

অদ্যাবধি সংকলিত
রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির সন্ধান

বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি সংকলন করিতে **স্বরবিতানের** কল্পনা। অদ্যাবধি ছাপ্পান্নটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী বিস্তারিত সূচীর সাহায্যে এই ছাপ্পান্নটি খণ্ডের কোন্ গ্রন্থে কোন্ কোন্ গানের স্বরলিপি আছে তাহা জানা যাইবে।

যাহা পূর্বে সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থান্তরে মুদ্রিত, যাহা একমাত্র পাণ্ডুলিপি-আকারে বর্তমান, যাহা প্রামাণিক সূত্রে সংগৃহীত হইয়াছে বা হইতে পারিবে—এই সমুদয় স্বরলিপি খণ্ডে খণ্ডে যথোচিত পর্যায়ে প্রকাশিত হইতেছে। কেবল রবীন্দ্রসংগীত-সংবলিত যে-সকল স্বরলিপিগ্রন্থ পূর্বে নামান্তরে প্রচলিত ছিল সেগুলি প্রায়শঃই স্বরবিতানের কোনো-না-কোনো খণ্ডের আকারে পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে—পূর্ব-প্রচলিত নামও অক্ষুণ্ণ আছে। পক্ষান্তরে অরূপরতন (স্বরবিতান ৪২) বা কালমৃগয়া (স্বরবিতান ২৯) বা ফাল্গুনী (স্বরবিতান ৯) বর্তমান গ্রন্থপর্যায়েই প্রথম প্রকাশ লাভ করিয়াছে; নামেই তাহাদের পরিচয় বুঝা যায়।

মাঘ ১৮৮০ শক

স্বরবিতান

প্রথম ছত্রের সূচীপত্র

১-৫৬

রবীন্দ্রসংগীতের

স্বরলিপিসংগ্রহ

	দ্রষ্টব্য খণ্ড : স্বরবিতান	পরবর্তী সূচী : পৃষ্ঠা=কলম
অচলায়তন	৫২	২৪=২
অরূপরতন	৪২	২০=১
কাব্যগীতি	৩৩	১৬=২
কালমৃগয়া	২৯	১৪=২
কেতকী	১১	৬=১
গীতপঞ্চাশিকা	১৬	৮=২
গীতমালিকা	৩০-৩১	১৫=১
গীতলিপি	৩৬-৩৮	১৭=২
গীতলেখা	৩৯-৪১	১৮=২
গীতাঞ্জলি	৩৭-৩৮	১৮=১
গীতালি	৪২-৪৪	২০=১
গীতিবীথিকা	৩৪	১৭=১
গীতিমালা	৩৯-৪১	১৮=২
জাতীয় সংগীত	৪৬-৪৭	২১=২
তাসের দেশ	১২	৬=২
নবগীতিকা	১৪-১৫	৭=১
নবীন	৫	৩=২
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	১৮	৯=২
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	১৭	৯=১
নৃত্যনাট্য শ্যামা	১৯	১০=২
প্রায়শ্চিত্ত	৯	৫=১
ফাল্গুনী	৭	৪=২
বসন্ত	৬	৪=১
বাল্মীকিপ্রতিভা	৪৯	২৩=২
বিসর্জন	২৮	১৪=১
ব্যঙ্গকৌতুক	২৮	১৪=১
ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি	৪ ॥ ২২-২৭	৩=১ ॥ ১১=২
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	২১	১১=২
ভারততীর্থ	৪৬-৪৭	২১=২
মায়ার খেলা	৪৮	২২=২
মুক্তধারা	৫২	২৪=২
রাজা ও রানী	২৮	১৪=১
শেফালি	৫০	২৪=১
শ্যামা ॥ দ্রষ্টব্য নৃত্যনাট্য শ্যামা	..	..
স্বদেশসংগীত ॥ দ্রষ্টব্য জাতীয় সংগীত	..	..
স্বরলিপি-গীতিমালা	১০ ॥ ২০	৫=২ ॥ ১১=১
	৩২ ॥ ৩৫	১৬=১ ॥ ১৭=১

স্বরবিতান ১

অনেক দিনের শূন্যতা মোর
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
আঁধার রাতে একলা পাগল
আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
আপনি আমার কোনখানে
আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে
আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল
আমার মন বলে, চাই, চাই
আহ্বান আসিল মহোৎসবে
এ পথে আমি যে গেছি বারবার
এসো এসো প্রাণের উৎসবে
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল
ওকে বাঁধিবি কে রে
ওগো বধূ সুন্দরী
কাছে থেকে দূর রচিল
কাহার গলায় পরাবি গানের
কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা
কোথায় ফিরিস পরম শেষের
কোন্ গহন অরণ্যে তারে
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে
জয়যাত্রায় যাও গো
ডাকব না, ডাকব না
ডাকিল মোরে জাগার সাথি
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
তোমার আমার এই বিরহের
তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি
দিন যদি হল অবসান
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
না বলে যায় পাছে সে
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে
পরবাসী চলে এসো ঘরে
ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে
বাজো রে বাঁশরি, বাজো
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
মন রে ওরে মন
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে
মিলনরাতি পোহালো

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে
যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে
যৌবনসরসীনীরে মিলন শতদল
রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো
লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা
সে আমার গোপন কথা
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু
হে নবীনা

স্বরবিতান ২

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো
আমায় থাকতে দে-না আপন মনে
আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে
আমার রাত পোহালো শারদ-প্রাতে
আলোর অমল কমলখানি
এবার উজাড় করে লও হে
এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায়
এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
এসো শরতের অমলমহিমা
ও আমার ধ্যানেরই ধন
ওই কি এলে আকাশপারে
ওই মরণের সাগরপারে
ওরে বকুল, পারুল ওরে
কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে
কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল
কেন আমায় পাগল করে যাস
কে বলে 'যাও যাও'
কোথা যে উধাও হল
কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি
গগনে গগনে আপনার মনে
চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
জয় করে তবু ভয় কেন তোর
জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার
জ্বলে নি আলো অন্ধকারে

স্বরবিতান ২

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
তুমি মোর পাও নাই পরিচয়
তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন
তোমার আসন পাতব কোথায়
নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
বন্ধু, রহো রহো সাথে
বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে
ভালোবাসি ভালোবাসি
মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি
মনে রবে কি না রবে আমারে
মরণের মুখে রেখে দূরে যাও
মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল
মুখপানে চেয়ে দেখি ভয় হয় মনে
যদি হল যাবার ক্ষণ
যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে
যেতে যদি হয় হবে
রুদ্রবেশে কেমন খেলা
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
সেই তো তোমার পথের বঁধু
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা
হায় হেমন্তলক্ষ্মী
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে

স্বরবিতান ৩

অরূপ, তোমার বাণী
আজি সাঁঝের যমুনায় গো
আন্‌মনা আন্‌মনা
আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
আমার আঁধার ভালো
আমার ঢালা গানের ধারা
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
আমার প্রাণে গভীর গোপন
আরও একটু বসো
আয় আমাদের অঙ্গনে

স্বরবিতান ৩

একটুকু ছোঁওয়া লাগে
এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার
ওরে ঝড়, নেবে আয়
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে
কেন রে এতই যাবার ত্বরা
ক্ষত যত ক্ষতি যত
খরবায়ু বয় বেগে
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী
ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই
জানি তোমার প্রেমে
তপস্বিনী হে ধরণী
তুমি আমায় ডেকেছিলে
তুমি উষার সোনার বিন্দু
তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া
তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে
দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি
দূর রজনীর স্বপন লাগে
দে পড়ে দে আমায় তোরা
দেখা না-দেখায় মেশা
নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায়
নীলাঞ্জনছায়া
নূপুর বেজে যায়
পথে চলে যেতে যেতে
বাঁশি আমি বাজাই নি কি
মধুর, তোমার শেষ যে না পাই
মরণ-সাগর-পারে তোমরা অমর
রঙ লাগালে বনে বনে
লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল
সকাল বেলার আলোয় বাজে
সকাল বেলার কুঁড়ি আমার
সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
সে কোন্ পাগল
সে যে মনের মানুষ কেন তারে
সেই ভালো সেই ভালো
হার মানালে গো

স্বরবিতান ৪

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি প্রথমখণ্ড

স্বরবিতান ৪

স্বরবিতান ৫

নবীন ও অন্যান্য

স্বরবিতান ৫

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে
দিন পরে যায় দিন
দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা
নম নম নম করুণাঘন
নম নম নম তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য
নম নম নম নম তুমি সুন্দরতম
নম নম নম নম নির্দয় অতি
নমো নমো হে বৈরাগী
নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে
নিবিড় অমা-তিমির হতে
নির্মলকান্ত নমো হে নম
ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
ফাগুনের নবীন আনন্দে
বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে
বাজে করুণ সুরে
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী
বিরস দিন, বিরল কাজ
বেদনা কী ভাষায় রে
মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে
রয় যে কাঙাল শূন্যহাতে
শেষ বেলাকার শেষের গানে
সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
হে চিরনূতন, আজি এ দিনের
হে মহাজীবন
হে মাধবী, দ্বিধা কেন

স্বরবিতান ৬ ॥ বসন্ত

আজ খেলা ভাঙার খেলা
আজ দখিন বাতাসে
এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে
এখন আমার সময় হল
এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো
ও আমার চাঁদের আলো
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক
কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা
গানগুলি মোর শৈবালেরই দল
তোমার বাস কোথা যে, পথিক ওগো
দখিন হাওয়া, জাগো, জাগো
ধীরে ধীরে বও, ওগো উতল হাওয়া

স্বরবিতান ৬

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো
ফল ফলাবার আশা আমি
বাকি আমি রাখব না কিছুই
বিদায় যখন চাইবে তুমি
ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে
ভাঙল হাসির বাঁধ
যদি তারে নাই চিনি গো
শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
সব দিবি কে, সব দিবি পায়
সহসা ডালপালা তোর উতলা যে
সে কি ভাবে গোপন রবে

স্বরবিতান ৭ ॥ ফাল্গুনী

আকাশ আমায় ভরল আলোয়
আমরা খুঁজি খেলার সাথী
আমরা নূতন প্রাণের চর
আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
আমাদের পাকবে না চুল গো
আমাদের ভয় কাহারে
আমি যাব না গো অমনি চ'লে
আয় রে তবে, মাত্ রে সবে আনন্দে
আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
এতদিন যে বসে ছিলেম
এবার তো যৌবনের কাছে
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া
ওগো নদী, আপন বেগে
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে
চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে
চোখের আলোয় দেখেছিলেম
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো
তুই ফেলে এসেছিস কারে
তোমায় নতুন ক'রে পাব বলে
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
ভালো মানুষ নই রে মোরা
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ

স্বরবিতান ৮

স্বরবিতান ৯ ॥ প্রায়শ্চিত্ত

স্বরবিতান ১০

স্বরবিতান ১০

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
তোমার গোপন কথাটি
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি
যদি বারণ কর
শুধু যাওয়া আসা
সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি
সে আসে ধীরে
সেই তো বসন্ত ফিরে এল
হৃদয়ের একূল ওকূল

স্বরবিতান ১১ ॥ কেতকী

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
আজি ঝড়ের রাতে
আজি নাহি নাহি নিদ্রা
আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে
আবার এসেছে আষাঢ়
আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা
আমারে যদি জাগালে আজি নাথ
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
উতল-ধারা বাদল ঝরে
এ ভরা বাদর
এমন দিনে তারে বলা যায়
এসো হে এসো সজল ঘন
কে দিল আবার আঘাত
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল
গহন ঘন ছাইল
গানের সুরের আসনখানি
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
নদীপারের এই আষাঢ়ের
নয়ান ভাসিল জলে
বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ

স্বরবিতান ১১

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
যেতে যেতে একলা পথে
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে
শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা
শ্রাবণের ধারার মতো
হা রে রে রে রে রে
হেরিয়া শ্যামল ঘন

স্বরবিতান ১২ ॥ তাসের দেশ

অজানা সুর কে দিয়ে যায়
আমরা চিত্র অতি বিচিত্র
আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমার মন বলে, চাই
আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে
উতল হাওয়া লাগল
এলেম নতুন দেশে
ওগো শান্ত পাষাণ মুরতি
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
খরবায়ু বয় বেগে
গগনে গগনে ধায় হাঁকি
গোপন কথাটি রবে না
ঘরেতে ভ্রমর এল
চলো নিয়মমতে
জয় জয় তাসবংশ-অবতংস
তোমার পায়ের তলায়
তোলন নামন পিছন সামন
বলো সখী, বলো তারি নাম
বিজয়মালা এনো
ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও
যাবই আমি যাবই
হে নবীনা

ইত্যাদি

স্বরবিতান ১৩

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি
আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে
আঁধার এল বলে তাই তো ঘরে
আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর

স্বরবিতান ১৩

স্বরবিতান ১৪
নবগীতিকা প্রথমখণ্ড

স্বরবিতান ১৪

স্বরবিতান ১৫
নবগীতিকা দ্বিতীয়খণ্ড

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
এ কী গভীর বাণী এল
এই কথাটি মনে রেখো
এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে
এক ফাগুনের গান সে আমার
একলা বসে একে একে
এনেছ ওই শিরীষ বকুল
এল যে শীতের বেলা
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী
ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
কত যে তুমি মনোহর
কার যেন এই মনের বেদন
ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী
জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়
ঝরঝর ঝরঝর ঝরে রঙের ঝরনা
তার বিদায়বেলার মালাখানি
তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
দারুণ অগ্নিবাণে
নিদ্রাহারা রাতের এ গান
পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়
পুব-সাগরের পার হতে
পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে
পূর্বাচলের পানে তাকাই
প্রখর তপন-তাপে
ফাগুনের পূর্ণিমা এল
ফাগুনের শুরু হতেই
ফিরবে না তা জানি
ফিরে চল্ মাটির টানে
বহুযুগের ওপার হতে
বাদল-ধারা হল সারা
বাদল-বাউল বাজায় রে
বারে বারে পেয়েছি যে তারে
বৃষ্টি-শেষের হাওয়া
বৈশাখ হে, মৌনী তাপস
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
মনের মধ্যে নিরবধি
যতখন তুমি আমায়

রাতে রাতে আলোর শিখা
শিউলি ফোটা ফুরোল যেই
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে
শ্রাবণ-মেঘের আধেক দুয়ার
সময় কারো যে নাই
সেদিন আমায় বলেছিলে
হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর
হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী

স্বরবিতান ১৬
গীতপঞ্চাশিকা

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে
অশ্রুনদীর সুদূর পারে
আকাশ হতে আকাশ-পথে
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে
আমার একটি কথা
আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা
আমার সকল দুখের প্রদীপ
আমারে বাঁধবি তোরা
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি
আয় আয় রে পাগল
আলোকের এই ঝরনাধারায়
এই তো ভালো লেগেছিল
একদা তুমি প্রিয়ে
এমনি ক'রেই যায় যদি দিন
এস এস বসন্ত ধরাতলে
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ওরে আমার হৃদয় আমার
ওরে সাবধানী পথিক
ওহে সুন্দর মরি মরি
কবে তুমি আসবে বলে
কান্না-হাসির-দোল-দোলানো
কাল রাতের বেলা
কাঁপিছে দেহলতা
কেন রে এই দুয়ারটুকু
কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এল
কোন সুদূর হতে আমার মনোমাঝে

স্বরবিতান ১৭

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

স্বরবিতান ১৮

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

আমি চাই তাঁরে
আমি দেখব না
এ নতুন জন্ম, নতুন
ও মা, ও মা, ও মা
ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ
ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না
ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না
ওগো তোমরা যত পাড়ার
ওগো মা, ওই কথাই তো
ওরে বাছা, দেখতে পারি নে
কাজ নেই, কাজ নেই মা
কিসের ডাক তোর কিসের ডাক
কী অসীম সাহস তোর
কী কথা বলিস তুই
কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
ক্ষমা করো প্রভু
ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া
ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে
ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে
চক্ষে আমার তৃষ্ণা
জল দাও আমায় জল দাও
জাগে নি এখনো জাগে নি
তুই অবাক করে দিলি
তুই যে আমার বুকচেরা ধন
থাক্, থাক্ তবে থাক্
দই চাই গো, দই চাই
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার
দোষী করো আমায়
নব বসন্তের দানের ডালি
না, কিছুই থাকবে না
না, দেখব না আমি
পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র
প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে
ফুল বলে, ধন্য আমি
বলে, দাও জল, দাও জল
বাছা, সহজ করে বল্ আমাকে
ভাবনা করিস নে তুই
মা, ওই-যে তিনি চলেছেন
মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে

যায় যদি যাক সাগরতীরে
যে আমারে দিয়েছে ডাক
যে আমারে পাঠালো
লজ্জা! ছি ছি লজ্জা
শুধু একটি গণ্ডূষ জল
সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে
সে যে পথিক আমার
সেই ভালো মা, সেই ভালো
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল

স্বরবিতান ১৯

নৃত্যনাট্য শ্যামা

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
আহা এ কী আনন্দ
আহা মরি মরি
এ কী খেলা হে সুন্দরী
এ জন্মের লাগি
এই পেটিকা আমার
এত দিন তুমি সখা
এসো এসো, এসো প্রিয়ে
ও জান না কি
কহো কহো মোরে প্রিয়ে
কাঁদিতে হবে রে
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য
কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল
ক্ষমিতে পারিলাম না যে
চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
জেনো প্রেম চিরঋণী
তুমি ইন্দ্রমণির হার এনেছ
তোমাদের এ কী ভ্রান্তি
তোমায় দেখে মনে লাগে
তোমার প্রেমের বীর্যে
থাম্ রে, থাম্ রে তোরা
থামো, থামো—কোথায় চলেছ
দাঁড়াও, কোথা চলো
ধর্ ধর্, ওই চোর
ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই

স্বরবিতান ১৯

না না না, বন্ধু
নাম লহো দেবতার
নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে
ন্যায় অন্যায় জানি নে
পুরী হতে পালিয়েছে
প্রহরী, ওগো প্রহরী
প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও
বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা
বুক যে ফেটে যায়
বোলো না, বোলো না
ভালো ভালো, তুমি
মায়াবনবিহারিণী হরিণী
রাজভবনের সমাদর সম্মান
রাজার প্রহরী ওরা
সব কিছু কেন নিল না
সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের
হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না
হায় এ কী সমাপন
হায় রে, হায় রে নূপুর
হায় হায় রে, হায় পরবাসী
হৃদয়-বসন্ত-বনে যে মাধুরী
হে, ক্ষমা করো, নাথ
হে বিদেশী, এসো এসো
হে বিরহী হায়, চঞ্চল হিয়া তব

স্বরবিতান ২০

আঁধারশাখা উজল করি
আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
আমার যাবার সময় হ'ল
আয় তবে সহচরী
ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে
ওই জানালার কাছে বসে আছে
ওরে, যেতে হবে আর দেরি নাই
কথা কস্ নে লো রাই
কাছে তার যাই যদি
কী হ'ল আমার বুঝি বা সজনী
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল

স্বরবিতান ২০

তুই রে বসন্তসমীরণ
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়
প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে
বনে এমন ফুল ফুটেছে
বল্ গোলাপ, মোরে বল্
বলি ও আমার গোলাপবালা
বুঝি বেলা বহে যায়
বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়
ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে
মনে রয়ে গেল মনের কথা
মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে
মা, আমি তোর কী করেছি
যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে
শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি
সখী, ভাবনা কাহারে বলে
হা, কে বলে দেবে মোরে
হেদে গো নন্দরানী

স্বরবিতান ২১

ভানুসিংহের পদাবলী

আজু সখি, মুহু মুহু
গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
বজাও রে মোহন বাঁশি
মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান
শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা
শুন লো শুন লো বালিকা
সজনি সজনি রাধিকা লো
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে

স্বরবিতান ২২

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫টি গান

আছ অন্তরে চিরদিন
আজি কোন্ ধন হতে

স্বরবিতান ২২

আজি যত তারা তব আকাশে
আমায় ছ জনায় মিলে
আমার মন তুমি নাথ, লবে হরে
আমি কী বলে করিব নিবেদন
আর কত দূরে আছে
গরব মম হরেছ প্রভু
চিরদিবস নব মাধুরী
জরোজরো প্রাণে নাথ
ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
তোমা লাগি নাথ
তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
তোমারি মধুর রূপে
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা
নিত্য নব সত্য তব
নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে
প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
ভয় হতে তব অভয়-মাঝে
যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ
শক্তিরূপ হেরো তাঁর

স্বরবিতান ২৩

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের
যথাক্রমে ৫টি, ১৭টি ও ৩টি গান

আজি বহিছে বসন্তপবন
আজি হেরি সংসার অমৃতময়
আমার মাথা নত করে দাও হে
আমি দীন অতি দীন
এ কী এ সুন্দর শোভা
এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল
কোথা আছ প্রভু
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
দেবাধিদেব মহাদেব
পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে

স্বরবিতান ২৩

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর
প্রভাতে বিমল আনন্দে
প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ
বেঁধেছ প্রেমের পাশে
ভুবন হইতে ভুবনবাসী
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
মিটিল সব ক্ষুধা
শীতল তব পদছায়া
সকল গর্ব দূর করি দিব
সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি
সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল
হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা
হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে
হেরি তব বিমল মুখভাতি

স্বরবিতান ২৪

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের
যথাক্রমে ১৯টি ও ৬টি গান

অন্তর মম বিকসিত কর
অমল কমল সহজে জলের কোলে
আঁখিজল মুছাইলে জননী
আজি মম জীবনে নামিছে
আমি কেমন করিয়া জানাব
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
ওই পোহাইল তিমিররাতি
ওঠ ওঠ রে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে
কে যায় অমৃতধামযাত্রী
জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল-মাঝে
ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু
নব আনন্দে জাগো আজি
নব নব পল্লবরাজি
নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে
নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে
পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
পেয়েছি সন্ধান তব

স্বরবিতান ২৪

স্বরবিতান ২৫

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের
যথাক্রমে ২০টি ও ৫টি গান

স্বরবিতান ২৬

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
ষষ্ঠ খণ্ডের ২৫টি গান

স্বরবিতান ২৭

ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি
ষষ্ঠ খণ্ডের ও বৈতালিকের
যথাক্রমে ১৯টি ও ৫টি গান

স্বরবিতান ২৭

চিরবন্ধু, চিরনির্ভর
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
নিশিদিন মোর পরানে
পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ
বর্ষ ওই গেল চলে
বল দাও মোরে বল দাও
বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে
মন, জাগ' মঙ্গললোকে
মনোমোহন, গহন যামিনী-শেষে
মোরে ডাকি লয়ে যাও
যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে
শোনো তাঁর সুধাবাণী
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে
স্বরূপ তাঁর কে জানে
স্বামী, তুমি এসো আজ
হরষে জাগো আজি
হে মহাপ্রবল বলী

স্বরবিতান ২৮

'রাজা ও রানী' নাটকের ৯টি
'বিসর্জন' নাটকের ৬টি ও
'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের ২টি গান

আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে
আমারে কে নিবি ভাই
আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
এবার সখী, সোনার মৃগ
এরা পরকে আপন করে
ওই আঁখি রে
ওগো পুরবাসী
ঝর-ঝর রক্ত ঝরে
থাকতে আর তো পারলি নে মা
বঁধু তোমায় করব রাজা
বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে

স্বরবিতান ২৮

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়
যদি জোটে রোজ
সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে

স্বরবিতান ২৯ ॥ কালমৃগয়া

অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা
আঃ বেঁচেছি এখন
আয় লো সজনি, সবে মিলে
আহা কেমনে বধিল তোরে
এত ক্ষণে বুঝি এলি রে
এনেছি মোরা, এনেছি মোরা
ও দেখবি রে ভাই
ও ভাই, দেখে যা
কাল সকালে উঠব মোরা
কী করিনু হায়
কী দোষ করেছি তোমার
কী বলিলে, কী শুনিলাম
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
ক্ষমা করো মোরে, তাত
গহনে গহনে যা রে তোরা
চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে
জয়তি জয় জয় রাজন্
জল এনে দে রে বাছা
ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে
ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়
না জানি কোথা এলুম
না না কাজ নাই, যেয়ো না বাছা
নেহারো লো সহচরি
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
বনে বনে সবে মিলে
বলো বলো পিতা, কোথা সে
বেলা যে চলে যায়
মানা না মানিলি, তবুও চলিলি
যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি
শোকতাপ গেল দূরে
সকলি ফুরালো স্বপন-প্রায়
সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া
সমুখেতে বহিছে তটিনী

স্বরবিতান ৩০
গীতমালিকা প্রথমখণ্ড

স্বরবিতান ৩১

গীতমালিকা দ্বিতীয়খণ্ড

স্বরবিতান ৩১

তোমার নাম জানি নে সুর জানি
তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও
তোমায় চেয়ে আছি বসে
দিনশেষের রাঙা মুকুল
দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
দ্বারে কেন দিলে নাড়া
নাই রস নাই
নীল আকাশের কোণে কোণে
পথিক পরান, চল্‌
পথিক মেঘের দল জোটে ওই
পাগল যে তুই
প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে
ফিরে ফিরে ডাক্‌ দেখি রে
বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা
বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে
ভরা থাক্‌ স্মৃতিসুধায়
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
যে ছায়ারে ধরব বলে
যেতে দাও গেল যারা
লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি
শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে
শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি
হে ক্ষণিকের অতিথি

স্বরবিতান ৩২

এখনো তারে চোখে দেখি নি
ও কি সখা, মুছ আঁখি
ও কেন চুরি করে চায়
ওগো তোরা কে যাবি পারে
ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
কখন বসন্ত গেল
কেন রে চাস ফিরে ফিরে
কেহ কারো মন বুঝে না
খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা
গেল গো—ফিরিল না
তবে শেষ করে দাও শেষ গান
দাঁড়াও, মাথা খাও, যেয়ো না সখা

স্বরবিতান ৩২

দুজনে দেখা হল—মধুযামিনী রে
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার
না সজনী, না, আমি জানি
পুরানো সেই দিনের কথা
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
ফিরায়ো না মুখখানি
বঁধু, মিছে রাগ কোরো না
বলি গো সজনি, যেয়ো না
মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি
মা, একবার দাঁড়া গো হেরি
যাহা পাও, তাই লও
সকলি ফুরাইল, যামিনী পোহাইল
সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোমায়
সখী, বলো দেখি লো
সহে না যাতনা
হল না লো হল না সই
হা সখী, ও আদরে আরো বাড়ে
হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর

স্বরবিতান ৩৩ ॥ কাব্যগীতি

অলকে কুসুম না দিয়ো
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে
আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
আমার দিন ফুরালো
আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
এ শুধু অলস মায়া
এই বুঝি মোর ভোরের তারা
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন
ধরা দিয়েছি গো আমি
নাই নাই নাই যে বাকি সময় আমার
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
পাখি আমার নীড়ের পাখি
প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
যাত্রী আমি ওরে
সময় আমার নাই যে বাকি

স্বরবিতান ৩৪ ॥ গীতিবীথিকা

স্বরবিতান ৩৫

স্বরবিতান ৩৬

স্বরবিতান ৩৬

মহারাজ, একি সাজে এলে
যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে
হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই
হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা

স্বরবিতান ৩৭

গীতাঞ্জলি কাব্যের গান

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন
আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
আমার মিলন লাগি তুমি
আরো আঘাত সইবে আমার
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
এবার নীরব করে দাও হে
ওই আসনতলের মাটির 'পরে
ওই রে তরী দিল খুলে
কবে আমি বাহির হলেম
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
জগত জুড়ে উদার সুরে
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই
তব সিংহাসনের আসন হতে
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
ধনে জনে আছি জড়ায়ে
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
মেঘের পরে মেঘ জমেছে
যেথায় তোমার লুট হতেছে
সীমার মাঝে অসীম তুমি
হে মোর দেবতা
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ

স্বরবিতান ৩৮

গীতাঞ্জলি কাব্যের গান

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
আমি হেথায় থাকি শুধু
আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
আলোয় আলোকময় করে হে
এই করেছ ভালো নিঠুর হে
এই তো তোমার প্রেম ওগো
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
ওরে মাঝি, ওরে আমার
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
গায়ে আমার পুলক লাগে
জানি জানি কোন আদিকাল হতে
জীবন যখন শুকায়ে যায়
জীবনে যত পূজা হল না সারা
তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ
তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও
নিভৃত প্রাণের দেবতা
নিশার স্বপন ছুট্‌ল রে
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার
যতবার আলো জ্বালাতে চাই
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
যা হারিয়ে যায় তা আগ্‌লে বসে
যেথায় থাকে সবার অধম
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
সে যে পাশে এসে বসেছিল
হেথা যে গান গাইতে আসা

স্বরবিতান ৩৯

গীতিমাল্য কাব্যের গান

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়
আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে
আমার ব্যথা যখন আনে আমায়

স্বরবিতান ৩৯

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়
আমারে তুমি অশেষ করেছ
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে
ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
কোলাহল তো বারণ হল
গাব তোমার সুরে, দাও সে বীণাযন্ত্র
জানি নাই গো সাধন তোমার
জীবন আমার চলছে যেমন
জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
তুমি জান, ওগো অন্তর্যামী
তোমার কাছে শান্তি চাব না
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা
বেসুর বাজে রে
ভোরের বেলায় কখন এসে
যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
রাত্রি এসে যেথায় মেশে
সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে
হার-মানা হার পরাব তোমার গলে

স্বরবিতান ৪০

গীতিমাল্য কাব্যের গান

অসীম ধন তো আছে তোমার
আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
আমার মুখের কথা তোমার
আমার যে সব দিতে হবে
আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
আমারে দিই তোমার হাতে
আরো চাই যে, আরো চাই গো
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে
এরে ভিখারি সাজায়ে
কে গো অন্তরতর সে
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে

স্বরবিতান ৪০

তুই কেবল থাকিস সরে সরে
তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
তোমারি নাম বলব নানা ছলে
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
নয় এ মধুর খেলা
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই
প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
সকাল সাঁজে ধায় যে ওরা
সন্ধ্যা হল গো, ও মা
হাওয়া লাগে গানের পালে

স্বরবিতান ৪১

গীতিমাল্য কাব্যের গান

আজিকে এই সকালবেলাতে
আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
আমার যে আসে কাছে যে যায় চলে দূরে
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
এই তো তোমার আলোক-ধেনু
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
ওদের সাথে মেলাও যারা চরায়
কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
কেন তোমরা আমায় ডাক'
জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে
তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে
তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
তোমার পূজার ছলে
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুল-বনে
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই
বলো তো এই বারের মতো

স্বরবিতান ৪১

বাজাও আমারে বাজাও
মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের
যে দিন ফুটল কমল
রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে

স্বরবিতান ৪২ ॥ অরূপরতন

'গীতালি'র বহু গান অরূপরতনের অন্তর্গত

অরূপবীণা রূপের আড়ালে
আকাশ হতে খসল তারা
আগুনে হল আগুনময়
আজি দখিন দুয়ার খোলা
আমরা সবাই রাজা
আমার অভিমানের বদলে আজ
আমার আর হবে না দেরি
আমার জীর্ণপাতা যাবার বেলা
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
আমার সকল নিয়ে বসে আছি
আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয়
আমি যখন ছিলেম অন্ধ
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্
আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
এখনো গেল না আঁধার
এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন
ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
ওই বুঝি কালবৈশাখী সন্ধ্যা-আকাশ
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
দুঃখ যদি না পাবে তো
পুষ্প দিয়ে মার' যারে

স্বরবিতান ৪২

প্রভু বলো বলো কবে
বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ
বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের
বাধা দিলে বাধবে লড়াই
বাহিরে ভুল হানবে যখন
বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ
ভোর হল বিভাবরী
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল
মোদের কিছু নাই রে নাই
মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
যখন তোমায় আঘাত করি
যা ছিল কালো-ধলো
যেতে যেতে একলা পথে
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি

স্বরবিতান ৪৩

গীতালি কাব্যের গান

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
আমার সকল রসের ধারা
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
এই-যে কালো মাটির বাসা
ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
ওরে ভীরু, তোমার হাতে
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে
তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
না গো, এই যে ধুলা আমার না এ
পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে
মেঘ বলেছে 'যাব যাব'
মোর মরণে তোমার হবে জয়

স্বরবিতান ৪৩

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
যখন তুমি বাঁধছিলে তার
শুধু তোমার বাণী নয় গো
শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে
সারা জীবন দিল আলো
হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

স্বরবিতান ৪৪

গীতালি

কাব্যের গান

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে
আঘাত ক'রে নিলে জিনে
আমার মন, যখন জাগলি না রে
আমি যে আর সইতে পারি নে
আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো
আলো যে যায় রে দেখা
এ আবরণ ক্ষয় হবে গো
এ দিন আজি কোন ঘরে গো
এই কথাটা ধরে রাখিস
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
এবার আমায় ডাকলে দূরে
ও নিঠুর আরো কি বাণ
ওরে কে রে এমন জাগায় তোকে
তোমার কাছে এ বর মাগি
তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
না বাঁচাবে আমায় যদি
না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন
নাই বা ডাক রইব তোমার দ্বারে
পথ চেয়ে যে কেটে গেল
ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
যে থাকে থাক্-না দ্বারে
যেতে যেতে চায় না যেতে
লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন
সুখে আমায় রাখবে কেন
সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
সেই তো আমি চাই, চাই রে

স্বরবিতান ৪৫

আইল শান্তসন্ধ্যা
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
আমরা যে শিশু অতি
আমারেও করো মার্জনা
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ
এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা
এমন আর কতদিন চলে যাবে রে
ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয়
কী দিব তোমায়
কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে
ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা
চলিয়াছি গৃহ-পানে
জাগিতে হবে রে
তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে
তুমি কি গো পিতা আমাদের
তোমারেই প্রাণের আশা কহিব
দাও হে হৃদয় ভরে দাও
দিবানিশি করিয়া যতন
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব
দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর
ফিরো না ফিরো না আজি
বিমল আনন্দে জাগো রে
শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, প্রাণেশ্বর
সকলেরে কাছে ডাকি
সখা, তুমি আছ কোথা
সংশয়তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে
হরি তোমায় ডাকি সংসারে একাকী
হাতে লয়ে দীপ অগণন

স্বরবিতান ৪৬

স্বদেশভক্তির গান

প্রধানতঃ স্বদেশী-আন্দোলনের সমকালীন

বন্দে মাতরম্
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
আপনি অবশ হলি, তবে

স্বরবিতান ৪৬

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়
আমি ভয় করব না ভয় করব না
এখন আর দেরি নয়
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
ও আমার দেশের মাটি
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ওরে, ভাই, মিথ্যা ভেবো না
ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর
জননীর দ্বারে আজি ওই
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তোরা নেই বা কথা বললি
নিশিদিন ভরসা রাখিস
বাংলার মাটি, বাংলার জল
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
যে তোরে পাগল বলে
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

স্বরবিতান ৪৭

ভারতসংগীত

স্বদেশভক্তির গান

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
আগে চল্, আগে চল্, ভাই
আজি এ ভারত লজ্জিত হে
আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
আমাদের যাত্রা হল শুরু
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না
কি অন্ধকার এ ভারতভূমি
এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
ওরে নূতন যুগের ভোরে

স্বরবিতান ৪৭

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
কেন চেয়ে আছ গো মা
চলো যাই চলো, যাই চলো
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা
তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল
শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা
হে ভারত, আজি তোমার সভায়
হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে

স্বরবিতান ৪৮

মায়ার খেলা

অলি বার বার ফিরে যায়
আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
আমার পরান যাহা চায়
আমি কারেও বুঝি নে
আমি জেনে শুনে বিষ
আমি তো বুঝেছি সব
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে
আর কেন, আর কেন
আহা আজি এ বসন্তে
এ ভাঙা সুখের মাঝে
এত দিন বুঝি নাই
এরা সুখের লাগি চাহে
এস' এস' বসন্ত ধরাতলে
এসেছি গো এসেছি
ওই কে আমায় ফিরে ডাকে
ওই কে গো হেসে চায়
ওই মধুর মুখ জাগে মনে
ওকে বলো সখী, বলো
ওকে বোঝা গেল না
ওগো দেখি আঁখি তুলে
ওগো সখী, দেখি, দেখি

স্বরবিতান ৪৮

স্বরবিতান ৪৯

বাল্মীকিপ্রতিভা

স্বরবিতান ৪৯

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী
ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
মরি ও কাহার বাছা
রাখ্ রাখ্, ফেল্ ধনু
রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা
রাজা মহারাজা কে জানে
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে
শোন্ তোরা তবে শোন্
শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা
সর্দারমশায় দেরি না সয়
সহে না সহে না কাঁদে পরান
হা, কী দশা হল আমার

স্বরবিতান ৫০ ॥ শেফালি

অমলধবল পালে লেগেছে
আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি
আমি চিনি গো চিনি তোমারে
আহা জাগি পোহালো বিভাবরী
ওগো, কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
তবু মনে রেখো
তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
নবকুন্দধবলদলসুশীতলা
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
শরৎ, তোমার অরুণ-আলোর অঞ্জলি
শরত-আলোর কমলবনে

স্বরবিতান ৫০

শরতে আজ কোন্ অতিথি
সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে
হেলাফেলা সারাবেলা

স্বরবিতান ৫১

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
ও কী কথা বল, সখী
ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি
ওকে কেন কাঁদালি
ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী
ক্ষমা করো মোরে সখী
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
তুমি আছ কোন্ পাড়া
নাচ্ শ্যামা, তালে তালে
ফুলটি ঝরে গেছে রে
বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়
যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে
সাধ ক'রে কেন সখা, ঘটাবে গেরো
হৃদয়ে রাখো গো দেবী, চরণ তোমার

স্বরবিতান ৫২

অচলায়তন ও মুক্তধারা নাটকের গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
আমরা চাষ করি আনন্দে
আমরা তারেই জানি তারেই জানি
আমাকে যে বাঁধবে ধরে
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
আমি যে সব নিতে চাই
আর নহে আর নয়
আলো আমার আলো
এ পথ গেছে কোনখানে গো
এই একলা মোদের হাজার মানুষ

স্বরবিতান ৫২

স্বরবিতান ৫৩

প্রেম ও ঋতু-সংগীত

স্বরবিতান ৫৩

স্বরবিতান ৫৪

প্রেম ও ঋতু-সংগীত

স্বরবিতান ৫৫

আনুষ্ঠানিক সংগীত

স্বরবিতান ৫৬

নাট্যসংগীত ও অন্যান্য

স্বরবিতান

সূচীপত্র

মূল্য ০·৩০ টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯
৩·১